যায়যায়দিন

তারিখ 13 DEC 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায় : ৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের এমপিও স্থগিত

এম মামুন হোসেন

২০১২ সালের ভর্তিতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত ভর্তি ফি ফেরত বা সমন্বয় করার ব্যাপারে সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হওয়ায় মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষের এমপিও স্থগিত করা হয়েছে। তাদের এমপিও কেন স্থায়ীভাবে বাতিল করা হবে না তার কারন দর্শানোর জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বুধবার এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এক আদেশ জারি করা হয়েছে।

জানা গেছে, চূড়ান্ত নোটিশ দেওয়ার সময় শেষ হওয়ার পরও রাজধানীর মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া অতিরিক্ত ৯ কোটি ২৮ হাজার টাকা ফেরত দেয়নি। এর মধ্যে মনিপুর স্কুলে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয় পাঁচ কোটি ২৩ লাখ ৭৬ হাজার ১০০ টাকা। এই বিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসসহ কয়েকটি শাখায় তিন হাজার ৫৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে তিন কোটি ৩৯ লাখ ৩৪ হাজার ৯০০ টাকা অতিরিক্ত নেওয়া হয়। বিদ্যালয়টি মূল ক্যাম্পাসসহ এর কয়েকটি শাখায় তিন হাজার ৫৮২ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করে। এই বিদ্যালয়ের মুগদা শাখা মোটা অঙ্কের অনুদান নিয়েও শিক্ষার্থী ভর্তি করে। ভিকারুননিসা স্কুলে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয় ৬৮ লাখ ১৭ হাজার ১০০ টাকা। মাসিক

> অভিযুক্ত ৩ অধ্যক্ষ : মনিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করার সুযোগ থাকলেও তা করা হয়নি। তবে প্রতিটি বিদ্যালয় নিজ নিজ অবস্থান ব্যাখ্যা করে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নোটিশের জবাব দেয়।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ জানায়, নতুন হিসেবে মুগদা শাখার পেছনে টাকা খরচ হয়ে যাওয়ায় এবার অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। পরিচালনা কমিটি না থাকায় ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বলে জানিয়েছে। আর মনিপুর উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ অতিরিক্ত টাকার বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছে। গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক আদেশে ২০১২ সালের ভর্তিতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত ভর্তি ফি ফেরত বা সমন্বয় করার বিষয়ে সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এই তিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের এমপিও স্থগিত করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় অতিরিক্ত টাকা ফেরত বা মাসিক বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর কিছু প্রতিষ্ঠান সমন্বয় করলেও এই তিনটি প্রতিষ্ঠান তা করেনি। এ অবস্থায় গত জুলাই মাসের শুরুতে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত টাকা ফেরত বা সমন্বয়ের জন্য এক মাসের সময় দিয়ে নোটিশ দেয়। এই সময়ের মধ্যে তা না করলে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয় নোটিশে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তির আবেদনপত্র এবং ভর্তির ফি বাবদ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না, করলে সরকার এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।